আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি

চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে মিরপুরের ইউএনও’র উদ্যোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শতভাগ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)।

আজ বৃহস্পতিবার তিনি নিয়মিত ইউনিয়ন পর্যায়ের সভা, স্কুল, মসজিদ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিয়ে জনগণকে সচেতন করছেন।

উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় আয়েশা ও মায়েশা এর জন্মের ০৭ দিনের মধ্যেই জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করেন তাদের পিতা মাতা।

সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য, আয়েশা ও মায়েশা’র মায়ের হতে

তুলে দেওয়া হয় জন্ম নিবন্ধন সনদ, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা পত্র, খেলনা সামগ্রী এবং মিষ্টির বাক্স।

তিনি বলেন, “প্রতিটি শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জন্মনিবন্ধন সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে, মৃত্যু নিবন্ধন করাও বাধ্যতামূলক। এই দুটি নিবন্ধন না হলে ভবিষ্যতে নাগরিক সেবা গ্রহণে নানা জটিলতা তৈরি হয়।”

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, আয়েশা ও মায়েশা এর পিতামাতার মতো সকল পিতামাতাই শিশু জন্মের সাথে সাথেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী, শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যেই জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

এছাড়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জনগণের তথ্য সংরক্ষণ এবং দ্রুত নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলার ইউএনও’র এই প্রচেষ্টা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শতভাগ বাস্তবায়নের দিকে এক সাহসী পদক্ষেপ। সম্প্রতি খুলনা বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইউএনওর সম্মাননা লাভ করেন তিনি।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও

আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

গাংনীতে শিশু বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ, মানব পাচার, মাদক প্রতিরোধ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই কর্মসূচির আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান। এতে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক সাহেবুল ইসলাম, আবু সাঈদ ও মাতিউন নেছা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আক্তার।

আলোচকরা শিশু বিবাহের কুফল, মানব পাচারের ভয়াবহতা ও মাদক প্রতিরোধের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি, ৪৫ দিনের মধ্যে সকল শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

জন্ম নিবন্ধন একবার, বিড়ম্বনা নয় বার বার, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শূন্য থেকে ৪৫ দিনের শিশুদের বিনা মূল্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ক্যাম্পেইন দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে: আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পেইন দিবস পালন করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, শাহাজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা,আব্দুল হান্নান পটু, সাবিনা ইয়াসমিন মিনি, রওশনারা, রহিমা খাতুন। উদ্যোক্তা মিনারুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, কম্পিউটার অপারেটর মাহমুদা পারভীন ও সৌরভ।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন বলেন, সরকার আমাদের প্রতি মাসে তার্গেট দিয়েছে জন্ম নিবন্ধন ৬৯টি আর মৃত্যু নিবন্ধন ১৭ টি

আর আমাদের ০১ তারিখ থেকে ০৫ তারিখ পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৮০টি, আর মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ১২টি।

তিনি আরো বলেন, আমরা গ্রাম পুলিশ দিয়ে যাদের ০ থেকে ৪৫ দিন বয়স হয়েছে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য নিয়ে তাদের জন্ম নিবন্ধন সনদ করে দেওয়া হচ্ছে। ১তারিখ হতে ০৬ তারিখ পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইন চলমান থাকবে। সেই সঙ্গে ০ হতে ৪৫দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন করা হবে এবং উক্ত নিবন্ধনকারীদের ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হবে।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধন না করলে আর্থিক ও সরকারি বেসরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হবে ইউনিয়নবাসী৷